মিনতীর হত্যাকাণ্ড

ট্রাঙ্কের ভিতর মৃতদেহ

রচয়ীতা জনপ্রিয় বহু ছড়া

প্রণেতা—শ্রীনিবিড় কুমার রায়

পরিবেশক—শ্রীভোলানাথ সাহা।

কলিকাতা-২৮ মূল্য— ১০ নঃ পঃ

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

বলি ভাইরে ভাই বলে যাই শুনেন সর্ব্বজনা,
নৈহাটীতে ঘটলো এক আজব ঘটনা।
সেযে হত্যা হলো ২ মারা গেল নৈহাটী মাঝার,
ট্রাঙ্কের ভিতর মৃতদেহ পাওয়া গেল তার।
শিয়ালদহ ষ্টেশনে ২ সবাই জানে সে দিনের ঘটনা,
ট্রেনের কামড়ায় পরেছিল কালো ট্রাঙ্কখানা।
ট্রাঙ্কের মালীক নাই ২ শুধু তাই ট্রেনের কামড়ায় ছি
ট্রাঙ্ক দেখিয়া যাত্রীদের সন্দেহ হইল।
এবার আদি কথা ২ শুনুন শ্রোতা করিব বর্ণন,
ঘোর কলিতে (কলিকালে) ঘটছে কত আজব ঘটন।
আরো না ভাবিয়া ২ প্রেম করিয়া দেয় আত্মবলি,
প্রেমের রাজ্য প্রেমপুরী জান এই কলি।
প্রেমের এমনি গুণ ২ যেমন চুণ পানের মাঝার,
বেশী হলে পুড়ে গাল কি বলিব আর।
আবার কম হলে ২ সবে বলে লাগে কিন্তু ঝাল'
পুরা প্রেমে লাগায় দেখি সকল গোলমাল।
জেলা ২৪ পরগণা ২ আছে জানা নৈহাটী সহর,
তার পাশে ছিল জানি তাহার বসত ঘর।
নাম তার মিনতী নন্দী ২ শান্তমতি বয়স একুশ হবে
চেহারাটি সুন্দর ছিল জানবেন ভাই সবে।
ছিল শিক্ষিতা ২ পিতামাতা আরো বোন ছিল,
প্রেম করিয়া অকালেতে মিনতী প্রাণ দিল।
ছিল শিক্ষয়িত্রী ২ নম্র অতি ভদ্র চমৎকার,
যৌবনের নদীতে তার উঠিল জোয়ার।
ডিগ্রী পরীক্ষার তরে ২ আশা করে তৈরী হতে ছিল,
এমনি সময় প্রাণটি তার দেহ হতে গেল।

যৌবনের উন্মাদনায় ২ দিশে হারায় তাই কিবা করে,
সুন্দর এক যুবকের প্রেমে দেখি পরে।
নাম দিব্যেন্দু (পাল) ২ প্রেমের সিন্ধু মিনতীকে তাই,
নিজের ফাঁদে টেনে নিল দেখিতে আমি পাই।
তারপর বিবাহ আইনে ২ দুইজনে হইলো বন্ধন,
দিব্যেন্দুর আনন্দেতে নাচে দেখি মন
এবার দুইজনে ২ খুসী মনে করে সহবাস,
ক্রমে ক্রমে তাইতো দেখি ঘটলো সর্ব্বনাশ।
কিছুদিন পরে ২ বুঝতে পারে মিনতী সুন্দরী,
মহাবিপদ তার উপর আসিয়াছে পরি।
সে অন্তসত্ত্বা ২ হবে মাতা বুঝতে যখন পারে,
উন্মাদ সব হইল তখন নানা চিন্তা করে।
গেল (ঘাবড়াইয়া) ২ ভয় পাইয়া অপমানের ভয়ে,
দিব্যেন্দু চলে সদা দেখি দূর দিয়ে।
মিনতী মনে করে ২ মোহে পরে কি করিলাম হায়,
পিতামাতা এই সংবাদ জানতে যদি পায়।
তবে কেমন করে ২ তাহাদেরে মুখ দেখাইব,
বড় আশা ছিল তাদের সুনাম রাখিব।
হয়ে অসহায় ২ শেষে যায় আত্মহত্যার তরে,
প্রাণ আহুতি দিতে গেল গঙ্গা নদীর ধারে।
কিন্তু ভাগ্যের লিখন ২ না যায় খণ্ডন মরতে নাহি পারে
মিনতির এক বন্ধু দেখি তাকে উদ্ধার করে।
নাম তার মীরা ঘোষ ২ ছিল হুস হাওয়া খাওয়ার তরে
বিকালেতে যায় দেখি গঙ্গা নদীর তীরে।
হঠাৎ দেখে চেয়ে ২ ঘাট দিয়ে একজনা তরুণী,
জলের দিকে ছুটে যাচ্ছে হয়ে উন্মাদিনী।

তখন সেই মীরা ২ গিয়ে ত্বরা তাহাকে ধরিল,
মিনতী মীরাকে দেখে কাঁদিয়া উঠিল।
তারপর আদি অন্ত ২ সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল,
কথা শুনে মীরারাণী অভয় তারে দিল।
তারপর এক ডাক্তার ২ নাম যার অমূল্যরতন (মুখার্জী)
নৈহাটী তার ডিসপেন্সারী লোভে ভরা মন।
তার দুই ছেলে ২ কবি বলে দেখি যে পাষাণ,
গায়ক বলে ভাই সকলে পকেটটা সাবধান।
শুনে সকল কথা ২ পায় ব্যথা বন্ধু মীরারাণী,
মিনতীকে সঙ্গে নিয়া চলিল তখনি।
সেই ডাক্তারের কাছে ২ গিয়া শেষে সকল কথা কয়,
কথা শুনে ডাক্তারের টাকার লোভ হয়!
হয়ে অর্থ লোভি ২ নাহি ভাবি পাপ কর্ম্মে যায়,
পাপের ফলে পাষাণ তাইতো শাস্তি আজো পায়।
শুনে সকল কথা ২ বলে তথা মীরারাণীর কাছে,
এর জন্য এত ভাবনা করছেন কেন মিছে।
গর্ভপাত করিব ২ ঔষধ দিব কার্য্য হাসিল হবে,
এর জন্য টাকা কিছু খরচ হয়ে যাবে।
আপনি ১৯শে জুলাই ২ বলি ভাই বিকালের দিকে,
আমার কাছে নিয়ে আসবেন এই মেয়েকে।
আরও টাকা কড়ি ২ কম করি পঞ্চাশ আনা চাই,
গোপনেতে কাজ সারিব চিন্তা কিছু নাই।
তারপর তারিখ এলো ২ জোগাড় হল টাকা ত্রিশটি,
মিনতী টাকার জন্য করে ছুটাছুটি।
কিন্তু বিফল হয়ে২ ৩০৲ নিয়ে ডাক্তারের কাছে গে
মিনতীর সঙ্গেতে শুনি মীরা গিয়াছিল।

ডাক্তার মিনতীকে ২ একটি কক্ষে নিয়ে তখন যায়,
কিছুক্ষণ পরে ড ক্তার ফিরে দেখি আয়।
তারপর মীরাকে কয় ২ নাহি ভয় আপনি চলে যান,
মীরা বলে চঞ্চল আমার হইয়াছে প্রাণ।
ডাক্তার তখন কয় ২ বৃথা ভয় যান চলে বাড়ী,
গর্ভপাত করতে আমার হবে অনেক দেরী।
ডাক্তারের কথা শুনে ২ দুঃখ মনে বন্ধু মীরা ঘোষ,
সেখান হতে চলে যায় নাহি কোন দোষ।
মীরা চলে যায় ২ কিন্তু হায় ঘটলো সর্ব্বনাশ,
কাণ্ড দেখে ডাক্তারের মনে লাগে ত্রাস।
দিল ইন্‌জেক্‌শন ১ দূর্য্যোধন ঔষধ খাওয়াইলো,
মিনতীর রক্তস্রাব আরম্ভ হইলো।
করে ছটফট ২ দৃশ্য বিকট আর্ত্তনাদ করে,
স্রাব বন্ধ করতে ডাক্তার ঔষধ খাওয়ায় তারে।
তারপর বাহিরে এসে হমাত্রাসে অক্সিজেনসেলেণ্ডারখুজে
খুঁজিয়া না পাইল দেখি নৈহাটীর মাঝে।
এদিকে সেই স্রাব ২ মৃত্যু ভাব বন্ধ নাহি হয়,
এইবারেতে ডাক্তারের প্রাণে হলো ভয়।
তারপর ধীরে ধীরে ২ বাহির হয়ে গেল প্রাণখানা,
কবি বলে শুনুন সবে মর্ম্মান্তিক ঘটনা।
মিনতী মরে গেল ২ ডাক্তার ভাবলো এখন উপায় নাই,
দুই ছেলেকে শীঘ্র করে ডেকে আনে তাই,
তারপর যুক্তি করে ২ ভয় অন্তরে তিন জনার তাই।
ডাক্তার বলে গোপনেতে লাস সরানো চাই।
বাপের যুক্তি পেয়ে ২ চলে গেল দুই পাষাণ্ড ছেলে,
দোকান থেকে একটি ট্রাঙ্ক কিনে আনিলে।

তারপর ট্রাঙ্কের ভিতর ২ ঢুকায় সত্বর মিনতীর লাস.
ডাক্তার তখন ছেলেদেরে বলিল সাবাস্।
(ট্রাঙ্কটি) আনে ষ্টেশনে ২ দুইজনে কুলির মাথায় দিয়া
লোকাল ট্রেনের থার্ড ক্লাশে দিল উঠাইয়া।
ট্রেন ছেড়ে দিল ২ চলে এলো শিয়ালদহ ষ্টেশন;
যাত্রীরা নামিয়া গেল সকলি তখন।
উঠে আপ প্যাসেঞ্জার ২ ট্রাঙ্কটা কাহার জিজ্ঞাসা যে করে
ট্রাঙ্কটা ছিল যে শুনি দরজার উপরে।
সবে খুঁজে যায় ২ নাহি পায় মালিকেরে সন্ধান.
বেওয়ারিশ মাল বলে হয় যে অনুমান।
তাইতো যাত্রী কয়জন ২ গিয়ে (ষ্টেশন) মাষ্টারের কা
ঘটনাটি জানায় তারা দেখি অবশেষে।
তখন মাষ্টার মশাই ২ ট্রাঙ্কটি তাই কুলির মাথায় দি
নিজের কামরায় নিয়ে এলো শুনি নামাইয়া।
কাটলো দুই দিন ২ তৃতীয় দিন ট্রাঙ্কের ভিতর হতে
দুঃগন্ধ আসিতে থাকে মাষ্টারের নাকেতে।
মাষ্টার মনে ভাবে ২ নিশ্চয় হবে রহস্য কিছু
অমনি ছুটিলেন তিনি পুলিশের পিছু।
তারপর জি আর পিতে ২ সাথে সাথে সংবাদ তিনি দি
সংবাদ পেয়ে অফিসার ছুটিয়া আসিল।
এলেন পুলিশ অফিসার ২ সমাচার শুনেন নিজ কা
দুঃগন্ধে চঞ্চল তিনি হইলেন তখনে।
তখন পুলিশদেরে ২ হুকুম করে তালা ভেঙ্গে দিল
সকলে রুদ্ধশ্বাসে দেখিতে লাগিল।
(ট্রাঙ্কের)ঢাকনা তুল্ল ২ চমকে উঠলো নারী মূর্ত্তি দে
মনে ভাবেন এমন হত্যা কে করিল একে ?

হাতে সোনার চুড়ি ২ পরনে শাড়ী ছায়া ব্লাউজ ছিল।
ময়না তদন্তে লাস মর্গেতে পাঠাল।
এদিকে সংবাদ পত্রে ২ ছবি সাথে সকল সমাচার।
চারিদিকে পরের দিনে হইলো প্রচার।
সেই ছবি দেখে ২ অতি দুঃখে মিনতীর (বড়) বোন
মনেতে জ্বলিল তার দুঃখের আগুণ।
সংবাদ পাঠ করে ২ শীঘ্র করে মর্গে ছুটে গেল।
আপন বোন মিনতীকে সনাক্ত করিল।
তখন পুলিশ গণ ২ সর্ব্বক্ষণ আসামী সন্ধানে
গোয়েন্দা খবর করে দেখি যে গোপনে।
এদিকে মীরা রাণী ২ অতি জ্ঞানী কি করিয়াছিল
মিনতীকে (ডিস্পেন্সারীতে) ছেড়ে সংবাদ দিয়াছিল।
মিনতীর বাপমার কাছে ২ গিয়া শেষে খবর দিয়াছিল
বিশেষ কোন প্রয়োজনে নিমতী বাইরে গেল।
দিন দেরী হবে ২ ফিরে আসবে তারপর জানি
একথা বল্লো আমায় বন্ধু মিনতী রাণী।
নহাটী ষ্টেশনে ২ আমার সনে দেখা হয়েছিল
খবর বাড়ী দিতে আমায় বলে দিল।
ীরা ভেবেছিল ২ দেওয়া ভালো বাপ মা চিন্তা করবে
ইদিনের মধ্যে নিশ্চয় সুস্থ্য (ভাল) হয়ে যাবে।
ন্ত পত্রিকাতে ২ যখনেতে ফটোটি দেখিল
তি ভয়ে মীরা রাণী চমকিয়া উঠিল।
রপর থানায় গিয়ে ২ প্রকাশ করে সকল সমাচার
ক্তারেরে গ্রেপ্তার দেখি করিল এইবার।
রো দুই ছেলে ২ এরেষ্ট হয়ে পাষাণ পিতার সাথে
লের হাতকড়া পরিল যে হাতে।

মামলা আলীপুরে ২ জজের ঘরে জজকোর্টে ভাই,
মীরা রাণী সাক্ষী দিল কাঠগড়াতে যাই।
দক্ষ বিচারপতি ২ শান্তমতি জে, সি চক্রবর্ত্তী,
সকল ঘটনা শুনে দুঃখ পেলেন অতি।
এবার জুরির মতে ২ ৩০৪ ধারাকে দশবছরের জেল,
কবি বলে ডাক্তারবাবু খাও এবার আপেল।
আবার ৩১৪ ধারায় ২ শাস্তি পায় আর দশ বছর,
এক সাথে কুড়ি বছর থাকবে জেলের ঘর।
কিন্তু দুই ছেলে ২ মুক্তি পাইল প্রমাণ অভাবেতে,
কবিতা ইতি আমার হইল এইখানেতে।

* গান *

প্রেম করো ভাই পিরিত করো না,
ভোলামন পিরিত করলে পরে পড়বে ফেংর
ঘটাবে যে যন্ত্রণা।
এ বাজারে কেউ দাদা পিরিত করো না
ভোলামন পিরিতে জাতের বিচার করতে গেলে
মিলবে না চাঁদের ক
ভাব না বুঝে পিরিত করো না।
পিরিতি জগডুমুরের ফুল সেযে আলোক
ভাবনা বুঝে পিরিত করা জীবের পক্ষে ভুল।
চণ্ডীদাস আর রজকিনী তারা প্রেমের শিরোমণি,
তারা এক প্রেমেতে দুজন
এমন মরে কজনা।
ভাবনা বুঝে পিরিত করো না।